PRESS RELEASE

Law Minister gave assurance that Government will work hand-in-hand with BIAC

Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) - country's first and only Alternative Dispute Resolution (ADR) institution, has stepped into its 7th year of functioning. As part of its 6th celebration, BIAC held a Seminar on Doing Business Index: ADR in Effective Enforcement of Contracts on Saturday, 7th October 2017 at Pan Pacific Sonargaon, Dhaka. The Seminar was presided over by Mr. Mahbubur Rahman, Chairman BIAC.

Welcoming the guests, BIAC's CEO, Mr. Muhammad A. (Rumee) Ali affirmed that six years ago, under the astute leadership of Mahbubur Rahman, as the Chairman decided to set up this very important national institution with a name to abet the use of Alternative Dispute Resolution in the legal eco system of this country. This was a very important move that held out to the business community, a way to resolve commercial disputes without going through the traditional and often confrontational slow and costly court based legal process. BIAC, since its inception, has consequently promoted this, through every available means- as It is a not so profit organization with limited financial capital, where the institution and its agenda has not been well known, it has been challenging. The support from international financial corporation – the World bank- since its inception till now- they have been fundamental to the progress of our work.

We have also been invited to join as a member of the International Council for Commercial Arbitration- a global platform of ADR institution. In April 2016 in an advisory, Bangladesh Bank encouraged all banks and financial institutions to use the ADR facilities and expertise at BIAC. We also have been arranging both local and international training to create the

human resource base of ADR in the country and some of which offer certification leading to accreditation in arbitration and mediation. To date, we have trained over 1200 at our centre. Furthermore, we have an outreach programme to create awareness among students of universities as well as international commercial professionals. All this, is done to achieve our core objective i.e. to make BIAC, a sustainable, effective and a credible national ADR institution.

He also mentioned that ADR is a best global practice- which is increasingly adapted all over the world. It had cut the backlog and lowered the tiem taken to resolve disputes abnd enforce contracts, thus cutting down transaction costs and increasing efficiency in the economy, which eventually helped countires to attract Foreign Direct Investments.

Chief Guest Hon'ble Mr. Anisul Huq, MP, Minister for Law, Justice & Parliamentary Affairs stated that the amendment to the Code of Civil Procedure 1908, that made mediation mandatory in all civil cases has been given effect through an official gazette in January 2016. Therefore, now all cases are to try mediation before continuing with litigation. This will surely lighten the burden of Bangladesh courts and provide the method for speedy resolution of disputes for all. He expects BIAC will play a leading role in ensuring the ADR cases can take place successfully and efficiently and businesses are able to resolve their disputes in a cost-effective manner. Towards the end of the seminar, he announced a birthday gift to BIAC with an assurance that the government will work hand-in-hand with BIAC in ADR methods which will encourage business organizations as well as government offices to seek BIAC's intervention in resolving their disputes.

Key note speaker, Francis Xavier,Chairman CiArb, on the basis of his observation on BIAC and legal system of Bangladesh, recommended the following points: BIAC needs full judiciary support; Government should ensure the Foreign Direct Investment (FDI) settlement provision; there is a need for law reform that would make Bangladesh an Arbitration-friendly venue. For instance, in Bangladesh Sole Arbitrator should be preferable than three Arbitrators and BIAC could be given the power of authority of appointing Arbitrator.

As a panelist, Mr. Mohammad Shahidul Haque, Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs Division highlighted that the Government has instructed inclusion of arbitration clause in every government contracts that has a value of up to US$ 50 million and to hold the arbitrations in Dhaka alone. Former Justice Awlad Ali stated that parties and their appointed representative/lawyer must have a mind-set to settle the dispute peacefully and in friendly manner. The party should obey and comply with the award passes by the Tribunal under the rules. As a CEO & Managing Director of Mutual Trust bank and President of BAB, Mr. Anis A. Khan, urged all banks and corporates to use BIAC's facilities

and services. In this regard, banks and corporates need to have more capacity building and awareness programme on ADR.

Chairman of BIAC Council Mr. Mahbubur Rahman drew the attention to the audience that in past 5 years BIAC has been creating awareness in the legal and business community. Since 2011 BIAC has organised 80 seminar/ workshop; 35 training programs on arbitration, mediation and negotiations; administer 50 ADR cases. BIAC as an ADR institution got recognition from renowned international organizations namely; the Permanent Court of Arbitration (PCA), the Hague, the Netherlands, the SAARC Arbitration Council (SARCO), the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (klrca), the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) and Vietnam International Arbitration Centre (VIAC). Apart from this, the Bangladesh Bank has also recognised BIAC as an ADR institution through an advisory, where the Bangladesh Bank has urged all banks to include ADR in their loan and commercial contracts and suggested that in resolution of disputes through ADR methods, the banks may use the Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) ADR Rules. Beside this, an international commercial dispute has been amicably settled under BIAC Mediation Rules 2014 within 14 hours.

Former Chief Justices and Justices, diplomats, senior lawyers, senior government officials, managing directors of banks, distinguished business leaders and prominent businessmen, country representatives of international organisation and media personalities also participated at the Seminar.

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আইন মন্ত্রীর আশ্বাস-"সরকার বিয়াক এর সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির উপর কাজ করবে"

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) বাংলাদেশের আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন সার্ভিস প্রদানকারী প্রথম ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা এ বছর তার কার্যক্রমের ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পন করেছে। এ আয়োজনের অংশ হিসাবে গত ৪ জুন ২০১৬ তারিখে লা মেরিডিয়ান হোটেলে বিয়াকের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সেমিনার "এডিআর: এ বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট প্রাইওরিটি ফর বাংলাদেশ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিয়াক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে মুহাম্মদ এ. (রুমি) আলী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিয়াক নিশ্চিত করেন যে বিয়াক দেশ ও জাতির স্বার্থে আইনী ও বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ 'সময়' কে হ্রাস করে স্বল্প সময়ে বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসূল হক, এম.পি গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে দেওয়ানি কার্যবিধি কোড ১৯০৮ এ সরকারী গেজেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মেডিয়েশনের বাধ্যতামূলক বিধান কার্যকর করা হয়েছে বলে জানান। সুতরাং এখন সর্বক্ষেত্রে মামলা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পূর্বে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলাটি মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ আদালতে মামলার বোঝা হালকা হবে এবং বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির মাধ্যমে মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে। তিনি মনে করেন যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির মাধ্যমে মামলা সফল ও দক্ষভাবে পরিচালিত করতে বিয়াক একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সল্প খরচে তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করতে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। সেমিনারের সমাপ্তি লগ্নে বিয়াক এর জন্মদিনের উপহার হিসেবে তিনি আশ্বাস প্রদানসহ ঘোষণা দেন যে সরকার বিয়াক এর সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির উপর কাজ করবে যা ব্যবসায়িক সংগঠন এবং সরকারী দপ্তরগুলোকে তাদের বিরোধ নিস্পত্তিতে বিয়াক এর হস্তক্ষেপ পেতে উৎসাহিত করবে।

সেমিনারের মূল বক্তা , ফ্রান্সিস জেভিয়ার, চেয়ারম্যান সিআরব, বিয়াক এবং বাংলাদেশের আইনি পদ্ধতিতে তার পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন: বিয়াক এর পূর্ণ বিচার ব্যাবস্থার সমর্থন প্রয়োজন; সরকারের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্ট (এফডিআই) এর বিরোধ নিস্পত্তি বিধান নিশ্চিত করা ; বাংলাদেশকে অর্বিট্রেশনের উপযুক্ত স্থান করতে প্রয়োজন আইনি সংস্কার। উদাহরন সরূপ , বাংলাদেশে তিন জন আর্বিট্রেটর ট্রাইবুনালের পরিবর্তে প্রয়োজন একজন আর্বিট্রেটর ট্রাইবুনাল। আর এক্ষেত্রে বিয়াককে আর্বিট্রেটর নিয়োগের সর্বচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

সেমিনারের প্যানেলিস্ট হিসাবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক বলেন সরকার ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রদান করেছে সরকারের যে সকল চুক্তির মান সর্বোচ্চ ৫০ মিলিয়ন সে সকল চুক্তিতে আরবিট্রেশন অর্ন্তভূক্তি করণে এবং এই সকল আরবিট্রেশনের একমাত্র স্থান হবে ঢাকা। অপর প্যানেলিস্ট প্রাক্তন বিচারপতি জনাব আওলাদ আলী বলেন, বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতিতে উভয় পক্ষ এবং তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি / আইনজীবীদের শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বিরোধ নিস্পত্তি করণের মনোভাব তৈরি করতে হবে। এবং দুই পক্ষকে

আর্বিট্রেশন ট্রাইবুনালের প্রদানকৃত রায় মেনে নিতে হবে। অপর আরেকজন প্যানেলিস্ট জনাব আনিস এ খান ,ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং প্রেসিডেন্ট ব্যাব নিজেকে একজন ব্যাংক এর প্রতিনিধি হিসাবে সকল ব্যাংক ও কর্পোরেট এর প্রতি আহ্বান জানান বিয়াকের সুবিধা এবং সেবা গ্রহণের জন্য । তিনি আরো বলেন ব্যাংক ও কর্পোরেটদের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি সম্পর্কে আরো সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

বিয়াক কাউন্সিল এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান সেমিনারে আগত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে বিগত ৫ বছর যাবৎ বিয়াক আইনি এবং ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে এ যাবৎ বিয়াক ৮০ টি সেমিনার/কর্মশালা; ৩৫ টি আরবিট্রেশন, মেডিয়েশন এবং নেগোসিয়েশন এর উপর প্রশিক্ষন কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। তা ছাড়া বিয়াক ৫০ টি আরবিট্রেশন মামলা পরিচালনা করেছে। বিয়াক এডিআর প্রতিষ্ঠান হিসাবে যে সকল প্রখ্যাত আর্ন্তজাতিক সংস্থার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: দ্যা পারমানেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন (পিসিএ), দ্যা হেগ, দ্যা নেদারল্যান্ডস, দ্যা সারক আরবিট্রেশন কাউন্সিল (সারকো), দ্যা কুয়ালা লামপুর রিজিওনাল সেন্টার ফর আরবিট্রেশন (কেএলআরসিএ), দ্যা কায়রো রিজিওনাল সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন (কারসিকা) এবং ভিয়েতনাম ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (ভিয়াক)। তা ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকও বিয়াক কে এডিআর সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সকল ব্যাংক এর প্রতি আহ্বান জানায় যেন তারা তাদের ঋন এবং বানিজ্যিক চুক্তিতে বিয়াক এর এডিআর রুলসসমূহ অর্ন্তভূক্ত করে এবং এ বিষয়ে বিয়াক এর সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ বিয়াক মেডিয়েশন রুলস ২০১৪ এর আওতায় মাত্র ১৪ ঘন্টায় নিষ্পত্তি করা হয়।

উল্লেখ্য যে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি, কূটনিতীকবৃন্দ, জ্যেষ্ঠ আইনজীবি, উর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।